গাংনীতে সৌদি প্রবাসীর স্ত্রীর বিষপানে আত্মহনন

গাংনী উপজেলার রামদেব গ্রামে উর্মিলা খাতুন (২২) নামের এক গৃহবধু বিষপান করে আত্মহত্যা করেছে। উর্মিলা খাতুন সৌদি প্রবাসী ইদ্রিস আলীর স্ত্রী।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্বামীর পরিবারের মানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে গতকাল রবিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১০ টার দিকে বিষপান করে সে। পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে প্রথমে করমদী সন্ধানী হাসপাতালে নেন। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসার সময় পথের মধ্যে মারা যায় উর্মিলা।

এদিকে উর্মিলা মারা যাবার সাথে সাথে তার স্বামীর পরিবারের লোকজন ঘরে তালাবদ্ধ করে সবাই পালিয়ে যায়।

উর্মির্লার পিতা তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের রেজাউল ইসলাম বলেন, উর্মিলার ২ বছর আগে বিয়ে হয়েছে। সে স্বামীর পরিবারেই থাকে। স্বামী বিদেশ যাওয়ার পর থেকেই শশুর শাশুড়ি তার উপর মানুষিক নির্যাতন চালিয়ে আসছে। এই নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আমার মেয়ে আত্মহত্যার পথ বেচে নিয়েছে।

এঘটনায় রেজাউল ইসলাম বাদী হয়ে মেয়ের শাশুড়ির পরিবালের লোকজনের নামে গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন বলে জানান তিনি।

চুয়াডাঙ্গার নেহালপুরে বিষপানে

আত্ম*হত্যা

চুয়াডাঙ্গার নেহলপুরে জুমার আলী (৬০) নামে এক বৃদ্ধ বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১২ টার দিকে বিষপান করে।

তিনি বিষপান করেছে পরিবারের লোকজন বুঝতে পেয়ে তাকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে চুয়াডাঙ্গা হাসপাতালে নেওয়ার সময় পথের মধ্যে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

স্থানীয় ও পরিবার সুত্রে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নের পূর্বপাড়ার মৃত কাটু মন্ডলের ছেলে জুমার আলী (৬০) প্রতিদিনের ন্যায় গতকাল মঙ্গলবার সকালে নিজ বাড়ি হতে বের হয়ে জীবিকার তাগিদে ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্যে যায়।

বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে নিজ বাড়িতে ফিরে আসলে গুঙরানি শুরু করেন। তখন বাড়ি ও আশেপাশের লোকজন ছুটে আসলে বুঝতে পারেন তিনি বিষপান করেছে। তাকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে চুয়াডাঙ্গা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় পথের মধ্যে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এসময় পরিবারের লোকজন তার মৃতদেহ নিজ বাড়িতে ফেরত নিয়ে আসেন।

তার মৃত্যুর বিষয়টি পরিবারের লোকজনের কোন অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই দাফনকার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে সংসারে অভাব-অনটনের কারণে সে আত্মহত্যা করতে পারে বলে পরিবার ও স্থানীয়দের দাবী।